সমকাল

তারিখ ০৩ OCT 2013
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

আধুনিক মাদ্রাসা শিক্ষা

পশ্চিমবঙ্গের ৬শ'রও বেশি সনাতন মাদ্রাসায় গত এক দশক ধরে প্রধান ধারার স্কুলের পাঠ্যসূচি চালু রয়েছে। ফলে এসব মাদ্রাসাও আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করতে পারছে। মাদ্রাসাগুলো হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীকে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রদান করছে। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র ও আরও কয়েকটি দেশের বিশেষজ্ঞরা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পশ্চিমবঙ্গের আধুনিকায়িত মাদ্রাসা সফর করে গেছেন এবং এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আধুনিকায়নের প্রশংসা করেছেন।

ওয়াশিংটনের ব্রুকিং ইনস্টিটিউশন পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসাগুলোকে আধুনিক শিক্ষার মডেল হিসেবে উল্লেখ করেছে এবং পাকিস্তানকে তারা এই পদ্ধতি অনুসরণের পরামর্শ দিয়েছে। তাদের রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসাগুলোকে উচ্চতর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালনের জন্য প্রশংসা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ কারণে এখানে অমুসলিমরাও শিক্ষা গ্রহণের জন্য ভর্তি হয়। এসব মাদ্রাসার উচ্চমানের শিক্ষা ও শৃঙ্খলার কারণে মুসলমানরাই শুধু নয়, এখানে হিন্দু, খ্রিস্টান, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার লোকেরা তাদের সন্তানদের ব্যাপক হারে ভর্তি করাচ্ছে। রিপোর্টে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গের দশম উচ্চ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অমুসলিম ছাত্রছাত্রীর হার ২০ শতাংশ। এসব মাদ্রাসার কোনো কোনোটিতে অমুসলিম শিক্ষার্থীর সংখ্যা মুসলিম শিক্ষার্থীর সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। বর্ধমান জেলার ওরগ্রাম গ্রামের আধুনিকায়িত মাদ্রাসার ১২শ'র মতো শিক্ষার্থীর দুই-তৃতীয়াংশ হচ্ছে অমুসলিম। ওরগ্রাম গ্রামের মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আনওয়ার হোসাইন এ প্রসঙ্গে বলেন, প্রধানত আধুনিক পাঠ্যসূচির কারণেই মাদ্রাসাটি সমাজে ক্রমবর্ধমানভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের সেসব শিক্ষাই দিচ্ছি, যা অন্যান্য নিয়মিত স্কুলের পড়ুয়ারা পেয়ে থাকে। শিক্ষার্থীরা এখানে ইংরেজি, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, জীববিদ্যা, ভূগোলবিদ্যা, অঙ্ক, কম্পিউটার এবং আরবি ও ইসলামী স্টাডিসের সঙ্গে অন্য নিয়মিত স্কুলের বিষয়গুলোতেও শিক্ষা লাভ করে থাকে। তিনি উল্লেখ করেন, মাদ্রাসায় পাঠদান শেষ করার পর শিক্ষার্থীরা যে কোনো ফিল্ডে তাদের ক্যারিয়ার বাছাই করে নিতে পারে। আগে যেসব পিতামাতা সনাতন মাদ্রাসায় তাদের সন্তানকে ভর্তি করাতে চাইতেন না তাদের এখন সে সমস্যা নেই।

হিন্দু প্রাধান্যপূর্ণ সমাজে মাদ্রাসা এতদিন অমুসলিম, এমনকি মুসলমানদের অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। বরং একে একমাত্র মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিবেচনা করা হতো। এ জন্য অনেকেই এখানে ভর্তি হতে চাইত না। কিন্তু এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। কিছু হিন্দু শিক্ষার্থী বলেছে, মাদ্রাসায় পড়ার ফলে তারা ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পারছে এবং এতে মুসলমানদের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে। তাদের মতে, হিন্দু সমাজে ইসলামের নেতিবাচক সমালোচনা শুনতেই তারা অভ্যস্ত। অনেক হিন্দু মনে করে, ইসলাম একটি জঙ্গিবাদী ধর্ম। অন্যদিকে, মুসলমানরা অন্য ধর্ম সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করে এমনটাও সমাজে প্রচলিত। ১২তম স্ট্যান্ডার্ড ওরগ্রাম মাদ্রাসাছাত্র উত্তম মিস্ত্রি আরও বলেন, মাদ্রাসাটিতে শিক্ষা গ্রহণ করার ফলে তার মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে যেসব ভ্রান্ত ধারণা ছিল তা কেটে গেছে। একই মাদ্রাসার আরও এক ১২ গ্রেডের ছাত্রী লাবনী ব্যানার্জিও একই মত পোষণ করেন। তার মতে, মাদ্রাসাটিতে কয়েক বছর পড়ালেখার সুবাদে তিনি জানতে পেরেছেন যে, ইসলাম মুসলমানদের অন্য ধর্মকে সম্মান করতে শিক্ষা দেয়। তিনি সারাজীবন ধরে এই ধারণা পোষণ করবেন বলে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জানান। এখানে পড়ার ফলে তিনি মুসলমানদের সঙ্গে নৈকট্য অনুভব করবেন বলেও উল্লেখ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি গিয়াসউদ্দিন সিদ্দিকী বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিকায়নের মাধ্যমে সমাজের বহুবিধ উপকার সাধিত হয়েছে। আগে সনাতন মাদ্রাসায় শিক্ষা শেষ করে কেউ মসজিদ বা ধর্মীয় কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজের বাইরে আর কোথাও কাজ পাওয়ার চিন্তা করতে পারতেন না। কিন্তু এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। আধুনিকায়িত মাদ্রাসাগুলো থেকে পাস করার পর মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানেজমেন্ট কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে কোনো বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের চেষ্টা করাটা এখন আর কঠিন কিছু নয়। তাই যেসব শিক্ষার্থী তাদের ক্যারিয়ার গঠনের উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে চায়, তাদের কাছে দিন দিন মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পছন্দনীয় হয়ে উঠছে। সামাজিক-অর্থনৈতিক দিক থেকে এই অঞ্চলের মুসলমানরা এখনও পশ্চাৎপদ। মাদ্রাসা আধুনিকায়ন পশ্চাৎপদ মুসলমান পরিবারের সন্তানদের সামনে আশার আলো হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। মুসলিম পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য এসব মাদ্রাসা নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। এখন ক্রমবর্ধমান হারে মুসলিম ছেলেমেয়েরা এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হচ্ছে। আর এগুলো এখন মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে সীমাবদ্ধ নেই, অমুসলিমদের কাছেও গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে।

আহলুল বায়াত বার্তা সংস্থার পরিবেশনা থেকে ভাষান্তরিত